



আবাসনে

বৈষম্য করা

অবৈধা



“ছইলচেয়ারে করে  
চলাফেরাকারী কারো  
জন্য এই অ্যাপার্টমেন্টটি  
সেট-আপ করা হয়নি এবং  
আপনি কোনো পরিবর্তন  
করেন তা আমি চাই না।”

“আমি শুনেছি যে আপনার স্ত্রী  
প্রেনেলেট। এখানে কোনো বাচ্চা  
থাকুক তা আমরা চাই না।  
আপনার ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ  
শেষ হওয়ার পর আপনাকে চলে  
যাতে হবে।”



“আমি আপনার উচ্চারণ  
বুঝতে পারি না। আমি  
যোগাযোগ করতে পারবো  
না এমন কাউকে ভাড়া  
দিতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ  
করি না।”

কেমব্রিজে কোনো ব্যক্তির নিম্নলিখিত  
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাকে বাসস্থান দিতে  
অস্বীকার করা অবৈধ:

- ✓ প্রতিবন্ধীত্ব
- ✓ আয়ের উৎস  
(যেমন: সেকশন ৪ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো)
- ✓ পারিবারিক অবস্থা/বেবাহিক অবস্থা
- ✓ জাতি/বর্ণ/জাতিগত উৎপত্তি
- ✓ লিঙ্গ/লৈঙ্গিক পছন্দ/লিঙ্গ পরিচয়
- ✓ ধর্ম
- ✓ বয়স (18 বছর বা তারচেয়ে বেশি বয়সী)
- ✓ সামরিক স্ট্যাটাস

যদি আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ  
আবাসনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন,  
তাহলে এখনই কেমব্রিজ মানবাধিকার কমিশনে  
(617) 349-4396 নম্বরে ফোন করুন।



আমরা:

- ✓ অভিযোগটি বিবেচনা করবো
- ✓ যদি আমরা বৈষম্য খুঁজে পাই, তাহলে  
মধ্যস্থতার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় মীমাংসা  
করার জন্য কাজ করবো
- ✓ যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা আইনি  
শুনানির ব্যবস্থা করবো যার পরে আমরা  
আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান, জরিমানা, বা  
অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবো

এবং আপনার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা যাতে  
আর কারো ক্ষেত্রে না ঘটে তা নিশ্চিত করার  
জন্য ক্যামব্রিজ মানবাধিকার কমিশন চেষ্টা  
করবে!


এই গ্রুপগুলোর এক বা একাধিকটির সদস্য হওয়ার কারণে  
অন্যায় আচরণের শিকার হওয়া ব্যক্তিরা ‘ফেয়ার হাউজিং  
ল’-এর অধীনে সুরক্ষা পেতে পারেন।



আবাসনে

বৈষম্য বলতে

কী বোঝায়?

 আপনি কোনো সুরক্ষিত গ্রুপের সদস্য হওয়ার কারণে যখন এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে কোনোটি গ্রহণ করা হয়:

বাসস্থানের লভ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া হয়: যখন কোনো বাড়িওয়ালা, মালিক, বা রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে বলেন যে কোনো অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি, বা কন্ডোমিনিয়াম লভ্য নেই, যখন আসলে তা লভ্য রয়েছে।

ভাড়া দিতে বা বিক্রি করতে অস্বীকার করা: কোনো বাড়িওয়ালা বা রিয়েল এস্টেট পেশাজীবী আপনাকে ভাড়া দিতে বা আপনার কাছে বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানান।

শর্ত ও নিয়মাবলিতে বৈষম্য: আপনাকে অন্যদের তুলনায় ভিন্ন শর্ত বা নিয়মাবলি দেয়া হয়।

যুক্তিসঙ্গত সুবিধা দিতে অস্বীকার করা: কোনো বাড়িওয়ালা এমন কোনো শর্ত বা নীতিমালার ব্যতিক্রম করতে অস্বীকার করেন যা কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবহার ও উপভোগ করার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান করবে।

ঋণদাতা বা বিমা প্রদানকারী কর্তৃক বৈষম্য: আপনার মর্টগেজ, বাড়ির মালিকের বিমা বা ভাড়াটিয়ার বিমার আবেদন করার বা সেগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

বাড়িওয়ালা, বিক্রেতা ও রিয়েল এস্টেট এজেন্টরা আবেদনকারীকে অবশ্যই নিরপেক্ষ শর্তের মাধ্যমে বিবেচনা করতে হবে, যেমন টাকা প্রদানের সক্ষমতা। এই সব শর্ত সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। অনেকভাবেই বৈষম্য হতে পারে।



### নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবৈধ:

- » কোনো লভ্য হাউজিং ইউনিটের জন্য কাউকে আবেদন করতে নিরুৎসাহিত করা বা অনুমতি দিতে অস্বীকার করা
- » বাড়ি দেখা, বিক্রি করা বা ভাড়ার জন্য লভ্য নয় বলে মিথ্যা ঘোষণা দেয়া
- » কোনো বাড়ি ভাড়া বা বিক্রির জন্য বেশি দাম নেয়া বা উল্লেখ করা
- » সরকারি সহায়তা গ্রহণকারী (সেকশন ৪ সহ) কোনো আবেদনকারীকে কোনো হাউজিং ইউনিট দিতে অস্বীকার করা
- » সীসায়ুক্ত পেইন্ট থাকার কারণে শিশু আছে এমন কোনো পরিবারকে বাসস্থান দিতে অস্বীকার করা
- » বিজ্ঞাপনে, লিখিত বা মৌখিকভাবে বৈষম্য করা
- » কোনো সুরক্ষিত গ্রুপের সদস্য হওয়ার কারণে কোনো ব্যক্তিকে হয়রানি করা, নিগ্রহ করা, বা ভয় দেখানো
- » বাসস্থানের ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার প্রয়োগ করার জন্য কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া
- » প্রতিবন্ধীদেরকে যুক্তিসঙ্গত বাসস্থান দিতে অস্বীকার করা অথবা প্রতিবন্ধীদের কারণে কারো প্রতি প্রতিকূল আচরণ করা
- » বাড়ি বিক্রয় ত্বরান্বিত করতে জাতিগত পরিবর্তনের গুজব ছড়ানো
- » কোনো বিশেষ মহল্লায় মর্টগেজ ঋণ বা বিমা দিতে অস্বীকার করা

কেমব্রিজ ফেয়ার হাউজিং অর্ডিন্যান্স-এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য, আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন:

[www.cambridgema.gov/HRC](http://www.cambridgema.gov/HRC)

অথবা (617) 349-4396

নম্বরে আমাদেরকে ফোন করুন।



এই প্রকাশনার ভিত্তি রচনাকারী কাজটি ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট-এর সাথে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তির অধীনে প্রদত্ত তহবিল থেকে সহায়তা পেয়েছে। এই কাজের সারাংশ ও লক্ষ্য তথ্য জনসংগের জন্য নিবেদিত। এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত বিবৃতি ও ব্যাখ্যাগুলোর নির্ভুলতার দায়-দায়িত্ব এককভাবে লেখক ও প্রকাশকেরা। এই ধরনের ব্যাখ্যা অপরিহার্যভাবে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে না।

